তৈরি পোশাক খাতের সাপ্লাই চেইনে অনিয়ম ও দুর্নীতি মোকাবেলায় অংশীজনের করণীয়

সার সংক্ষেপ

১৪ জানুয়ারি ২০১৬

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Deutschland e.V.
Die Koalition gegen Korruption.

তৈরি পোশাক খাতের সাপ্লাই চেইনে অনিয়ম ও দুর্নীতি মোকাবেলায় অংশীজনের করণীয়

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগ, টিআইবি

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

নাজমুল হুদা মিনা, অ্যাসিসটেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি
নিনা শামসুর রহমান, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি
শাহজাদা এম আকরাম, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

এ গবেষণায় যেসব মুখ্য তথ্যদাতা তৈরি পোশাক খাতের সাপ্লাইচেইন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও মতামত দিয়ে গবেষণাটি সমৃদ্ধ করতে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য এফকে ফেলো জোয়ালা ভাট, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল জার্মানির ক্রিস্টা ডিউর, হেইডি ফেইল্ডট, সিগলিন্ডে গাউর-লেইটজ, ও এঙ্গেলা রাইটমেয়ার এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক রফিক হাসান, এবং উপ-নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর ডক্টর সুমাইয়া খায়ের, এবং রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন) (পুরানো ২৭)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৮৮-০২-৯১২৪৭৮৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

তৈরি পোশাক খাতের সাপ্লাই চেইনে
অনিয়ম ও দুর্নীতি মোকাবেলায় অংশীজনের করণীয়*

১ ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য

তৈরি পোশাক খাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দুর্নীতি বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুতর সমস্যা, যা তৈরি পোশাক খাতে বারবার সংঘটিত বিভিন্ন দুর্ঘটনার পেছনে দায়ী বলে বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে।[১] ২০১৩ সালে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কর্তৃক পরিচালিত একটি গবেষণায় এ খাতের কাঠামোতে বিদ্যমান অস্বচ্ছতা ও বিভিন্ন অনিয়ম তুলে ধরা হয়।[২] গত দুই বছরে এ খাতের কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকার, মালিক ও বায়ার কর্তৃক বিভিন্ন উদ্যোগ[৩] গ্রহণ করা হলেও কমপ্লায়েন্সবিহীন কারখানাসহ অনেক কারখানায় এখনো তার প্রতিফলন দেখা যায় না।[৪]

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন নিশ্চিতে সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়মিত ঘটনা হিসেবে বিদ্যমান। 'টেকসই সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা' ও কার্যকর কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে বায়ারদের দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব সর্বাধিক। টিআইবি'র গবেষণায় বায়ারদের ইতিবাচক (যেমন কারখানার অগ্নি, বৈদ্যুতিক ও ভবন নিরাপত্তা মূল্যায়নের জন্য অ্যালায়েন্স এবং অ্যাকর্ড নামে বায়ারদের দুটি জোট গঠন ও জরিপ; রানা প্লাজা ডোনার্স ট্রাস্ট ফান্ড গঠন) ও নেতিবাচক (যেমন কার্যাদেশ বাতিল, কারখানা মালিকদের সাথে সংস্কার নিয়ে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত অতিরিক্ত চাহিদা প্রকাশ, কারখানার মান উন্নয়নে অঙ্গীকারের বিপরীতে সহায়তায় ঘাটতি, সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানার মান উন্নয়নে উদ্যোগ না নেওয়া) উভয় ধরনের ভূমিকা চিহ্নিত হয়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধে বায়ারদের নিজেদের দ্বারা স্বীকৃত দায়িত্ব পালনের ওপর বিভিন্ন গবেষণায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া তৈরি পোশাক খাতে বিশেষ করে সাপ্লাই চেইনে বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সমাধানে পশ্চিমা বায়াররা চুক্তিভিত্তিক সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে কারখানার মালিকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে ব্যাবসায়িক অংশীদার হিসেবে ইউরোপিয়ান বায়ারদের গুরুত্ব সর্বাধিক, এবং এ খাতের সংস্কারে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এ খাতের সাপ্লাই চেইনে অনিয়ম ও দুর্নীতি মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ভূমিকা চিহ্নিত করার জন্য ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল জার্মানি ও টিআইবি'র যৌথ গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে তৈরি পোশাক খাতের সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন ধাপে অনিয়ম ও দুর্নীতি চিহ্নিত করা, এসব অনিয়ম ও দুর্নীতিতে অংশীজনের সংশ্লিষ্টতা চিহ্নিত করা, এবং এসব দুর্নীতি কিভাবে মোকাবেলা করা যাবে সে সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান।[৫] এ গবেষণা প্রতিবেদনটি টিআই জার্মানি ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে বার্লিনে প্রকাশ করে।

---

* ২০১৬ সালের ১৪ জানুয়ারি টিআইবি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত গবেষণার সারাংশ।

১ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন http://www.transparency.org/cpi2014/results (২৪ ডিসেম্বর ২০১৪)।

২ বিভিন্ন অংশীজনের উদ্যোগে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ পর্যালোচনার জন্য ২০১৪ সালে একটি এবং পরবর্তী এক বছরে (২০১৪-২০১৫) এসব উদ্যোগের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য টিআইবি আরেকটি - মোট দুটি গবেষণা সম্পন্ন করে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন http://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/max_file/es_rmg_en_07112013.pdf (১৭ আগস্ট ২০১৫); http://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2015/es_ffs_rmg3_15_en.pdf (১৭ আগস্ট ২০১৫); এবং http://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2014/es_ffs_RMG_follow_up_14_en.pdf (১৭ আগস্ট ২০১৫)।

৩ প্রধান পরিবর্তনগুলোর মধ্যে রয়েছে ইপিজেড আইন ২০১৩ এর সংশোধন, শ্রম আদালতে শ্রমিকদের সহায়তার জন্য প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ, শ্রম বিধিমালা চূড়ান্ত করা, সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানার জন্য নির্দেশনা তৈরি, অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের পরিদর্শনের জন্য দুটি টাস্ক ফোর্স গঠন, কারখানা পরিদর্শন মহা পরিচালক ও ফায়ার সার্ভিসে কর্মী নিয়োগ, এবং কারখানা পরিদর্শন মহা পরিচালক ও রাজউক-এর বিকেন্দ্রীকরণ। অন্যান্য অংশীজনের গৃহীত উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে প্রায় ৯৫% কারখানায় ওয়েজ বোর্ড অনুযায়ী মজুরি দেওয়া, কমপ্লায়েন্ট কারখানা থেকে পরিচয় পত্র দেওয়া, অগ্নি-নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য বিজিএমইএ'র পক্ষ থেকে 'সেন্টার অব এক্সেলেন্স' উদ্যোগ, অগ্নি, বৈদ্যুতিক ও কাঠামোগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রায় ৬৭% কারখানায় অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের জরিপ। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন http://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/activities/4634-governance-challenges-still-exist-in-bangladesh-rmg-sector-tib (১৭ আগস্ট ২০১৫)।

৪ ২০১৩ সালে টিআইবি একটি গবেষণায় এ খাতের ৬৩ বিষয়ে সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত করে যার ওপর সরকার, মালিক ও বায়ার কর্তৃক ১০২টি উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরবর্তীতে দুটি ফলো-আপ গবেষণায় এসব উদ্যোগের পর্যালোচনায় ৬০ ভাগ অগ্রগতি লক্ষ করা যায়।

৫ উল্লেখ্য, এই প্রতিবেদনটি মূলত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) কর্তৃক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্যবসায় দুর্নীতির বাস্তব অভিজ্ঞতা অনুসারে তৈরি প্রশিক্ষণ সহায়ক উপরকরণের ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যেখানে বাস্তব জীবনে বিভিন্ন অবৈধ অনুরোধ ও জোরপূর্বক অর্থ আদায় এবং জালিয়াতি ও কাগজপত্র বিকৃতির অভিজ্ঞতা সংযোজন করা হয়েছে যার মাধ্যমে প্রায় ক্ষেত্রেই দুর্নীতির শুরু হয়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি),

১.২ গবেষণার পদ্ধতি ও সময়

এটি একটি গুণগত গবেষণা; গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি বিশেষ করে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্যের উৎস হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রেতা/ প্রতিনিধি/ বায়িং হাউজ/ বায়িং এজেন্ট, তৈরি পোশাক কারখানার মালিক/ কর্মকর্তা, শ্রমিক, কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষক, পরিদর্শক, বিশেষজ্ঞ, মার্চেন্ডাইজার, শিপিং এজেন্ট ও ব্যাংকারদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্যের পরোক্ষ উৎস হিসেবে সংশ্লিষ্ট আইন/ অধ্যাদেশ, আন্তর্জাতিক চুক্তি/ ঘোষণা, সরকারি প্রতিবেদন, গবেষণা প্রতিবেদন, প্রকাশিত সংবাদ/ নিবন্ধন ও ওয়েবসাইট পর্যালোচনা করা হয়েছে।

নভেম্বর ২০১৪ থেকে এপ্রিল ২০১৫ পর্যন্ত গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য সব বায়ার, তৈরি পোশাক কারখানা, নিরীক্ষক/ পরিদর্শক ও অন্যান্য অংশীজনের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

২ তৈরি পোশাক সাপ্লাই চেইনে দুর্নীতি

তৈরি পোশাক সাপ্লাই চেইনকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় – কার্যাদেশ পর্যায়, উৎপাদন পর্যায় ও সরবরাহ পর্যায়। বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি সংগঠনের বাস্তব ঘটনা নিচে বর্ণনা করা হল (চিত্র দ্রষ্টব্য)। তবে আলোচনার সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ভূমিকার ভিত্তিতে নিচে দুর্নীতির বিভিন্ন প্রক্রিয়া সাজানো হয়েছে।

চিত্র ১: তৈরি পোশাক সাপ্লাই চেইনে ঘুষ ও অবৈধ অনুরোধের ক্ষেত্র

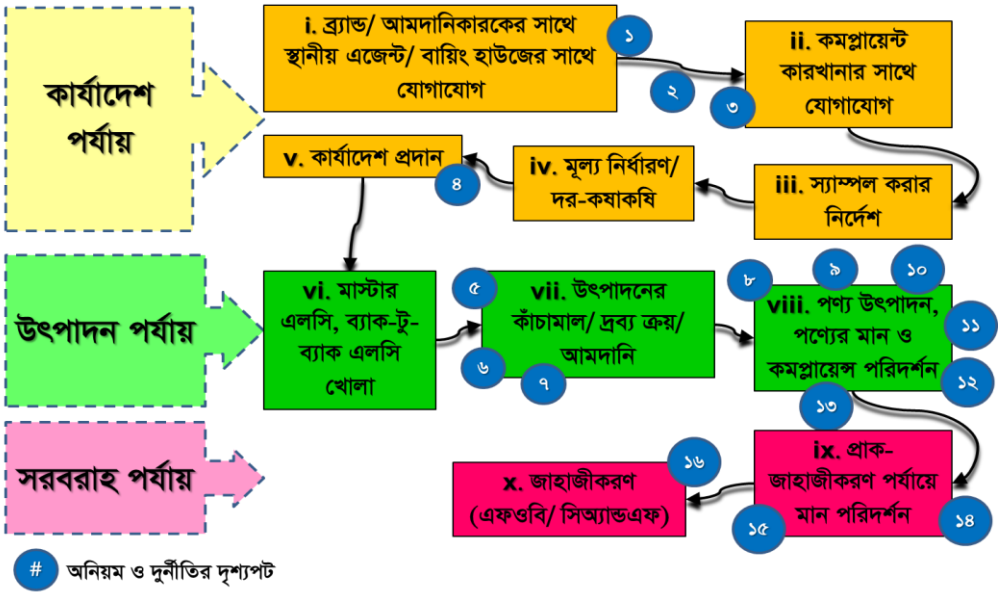

২.১ কার্যাদেশ পর্যায়ে সংগঠিত দুর্নীতি

১. বায়ার নির্ধারিত কমপ্লায়েন্স চাহিদা সম্পর্কে সন্তোষজনক প্রতিবেদন পাওয়ার অভিপ্রায়ে কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষককে ঘুষ দেওয়া। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিরীক্ষক হিসেবে তৃতীয় পক্ষ নিয়োগ পেলে এবং হঠাৎ কোনো কারখানা পরিদর্শনে গেলে কারখানার মালিক বা কর্মকর্তাদের পক্ষে সবগুলো কমপ্লায়েন্সের দুর্বলতা লুকানো সম্ভব হয় না। তখন কারখানার মালিক কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষককে ঘুষের বিনিময়ে কারখানার কমপ্লায়েন্স সম্পর্কে ইতিবাচক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য প্রভাবিত করে।

২. ছোট আকারের কারখানার কার্যাদেশ পাওয়ার জন্য মার্চেন্ডাইজারদের ঘুষ দেওয়া। এ ক্ষেত্রে ছোট আকারের কারখানা, যাদের সাথে বড় বায়ারদের তেমন কোনো যোগাযোগ নেই, আবার যথাযথ কাগজপত্রও থাকে না, তারা কার্যাদেশ যোগাড় করতে পারে না। এসব কারখানার কোনো কোনোটির মালিক/ ম্যানেজার মার্চেন্ডাইজারদের সাথে যোগাযোগ করে এবং কার্যাদেশে প্রাপ্ত অর্থের একটা অংশ কমিশন হিসেবে দেওয়ার চুক্তি করে থাকে। মার্চেন্ডাইজার এই প্রলোভনে রাজি হয় এবং কিছু উৎপাদন ইউনিটকে সাব-কন্ট্রাক্ট দেওয়ার ব্যবস্থা করে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই), ইউনাইটেড ন্যাশনাল গ্লোবাল কমপ্যাক্ট (ইউএনজিসি), এবং ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম পার্টনারিং এগেইনস্ট করাপশন ইনিশিয়েটিভ (পিএসিআই), *রেজিস্ট: রেজিস্টিং এক্সটরশন অ্যান্ড সলিসিটেশন ইন ইন্টারন্যাশনাল ট্রানস্যাকশনস* (২০১১)।

৩. নকল কাগজপত্র তৈরি করা অথবা বিভিন্ন কাগজপত্র প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করা। একটি তৈরি পোশাক কারখানার মালিক তার ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য উৎপাদন শুরুর পূর্বে বায়ার নিরীক্ষণ অথবা সরকারি কারখানা পরিদর্শকের পরিদর্শনের পূর্বে নকল কাগজপত্র তৈরি করে অথবা বিভিন্ন কাগজপত্র প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করে। উল্লেখ্য, এসব নকল কাজগপত্র তৈরির উদ্দেশ্য হচ্ছে কার্যাদেশ প্রক্রিয়ায় কাজে লাগানো।

৪. সরবরাহকারী কর্তৃক ক্রয়ের সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তার। খুচরা বিক্রেতার কাছ থেকে বেশি লাভের প্রত্যাশায় তৈরি পোশাক সরবরাহকারী উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য, (ক) ক্রেতাকে অনিবন্ধিত/ নিবন্ধনহীন কারখানায় উৎপাদন করানোর জন্যে উৎসাহিত করে, এবং (খ) অ-মনোনীত উৎস হতে প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয়ে উৎসাহিত করে। উপরন্তু, সে বায়ার-এর পক্ষে কর্মরত ব্যক্তিকে কমিশন গ্রহণেও প্রভাবিত করে।

২.২ উৎপাদন পর্যায়ে সংগঠিত দুর্নীতি

৫. মার্চেন্ডাইজার-এর তৈরি পোশাক কারখানাকে নির্দিষ্ট কারখানা থেকে উপকরণ ক্রয়ে বাধ্য করা। এ ধরনের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ডাইজার বায়ারের তালিকাভুক্ত কারখানার পরিবর্তে উৎপাদন ইউনিটকে নিজের পছন্দসই নির্দিষ্ট কারখানা থেকে উপকরণ ক্রয়ে প্রভাবিত করে, বা এমনকি বাধ্য করে। এর মাধ্যমে মার্চেন্ডাইজার নির্দিষ্ট পরিমাণ কমিশন পায়, যদিও এ ক্ষেত্রে উপকরণগুলোর মান খারাপও হতে পারে।

৬. প্রয়োজনের তুলনায় উপকরণ আমদানি এবং বাড়তি উপকরণ খোলা বাজারে বিক্রি করা। এটি সাধারণত বায়ার ও তৈরি পোশাক কারখানার/ বিক্রেতার যোগসাজশে ঘটে থাকে। এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে মুনাফা ভাগ করে নেওয়া হয়।

৭. তৈরি পোশাক কারখানার ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি ভাঙ্গানো। একজন ক্রেতা হতে কার্যাদেশ পাওয়ার পর একটি তৈরি পোশাক কারখানা তার ব্যবসায়িক সম্পর্কযুক্ত ব্যাংকে একটি ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি খোলে। এটা তখন এই ব্যাক-টু-ব্যাক এলসির ভিত্তিতে ব্যাংক থেকে নগদ অর্থ উত্তোলন করে এবং উপকরণসমূহের মানের ক্ষেত্রে ছাড় দিয়ে ক্রেতা কর্তৃক নির্দেশিত নয় এমন কারখানা থেকে অল্প দামে উপাদান ক্রয় করে। এর ফলে কারখানা আর্থিকভাবে লাভবান হলেও উপকরণের মানের ক্ষেত্রে সমঝোতা করে থাকে। অপরদিকে, তৈরি পোশাক কারখানার মালিক কখনো কখনো ব্যাংক থেকে সকল অর্থ উত্তোলন করে এবং ব্যক্তিগত বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করে।

৮. কোনো কোনো কারখানার দ্বারা ন্যূনতম মজুরি, কর্মঘণ্টা এবং শ্রমিক অধিকার সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন। অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তৈরি পোশাক কারখানা দুই/তিনটি হাজিরা খাতা তৈরি করে এবং সঠিক কর্মঘণ্টা গোপন রাখে। উপরন্তু, নকল কর্মঘণ্টা এবং শ্রমিকদের বয়সসহ মনগড়া শ্রমিক হিসাব উপস্থাপন করে। এ সময় এসব আইন লঙ্ঘন এবং তথ্য বিকৃত করার বিষয় ঘুষের বিনিময়ে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য মান নিয়ন্ত্রকদের প্রস্তাব দেয়।

৯. বায়ারদের অনাবশ্যক প্রয়োজনীয়তা পূরণে জোর করা। উৎপাদন সময়ে অতি দ্রুত পরিবর্তনীয় ফ্যাশনের জন্য বায়ার বিভিন্ন সময়ে পণ্যের ডিজাইন পরিবর্তন করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে যা কারখানার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। উপরন্তু বায়ার এসব চাহিদা পূরণে অতিরিক্ত সময় না দিয়েই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্যাদেশ সম্পন্ন করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। উৎপাদন ইউনিট নির্দিষ্ট সময়সীমার ভেতর পণ্য না দিতে পারলে তা নিজস্ব খরচে আকাশপথে রপ্তানি করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে, এ ক্ষেত্রে বায়ার নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে সমস্ত ক্ষতি উৎপাদন ইউনিটের ওপর চাপিয়ে দেয়।

১০. কোনো কোনো কারখানার বেআইনিভাবে 'সাব-কন্ট্রাক্ট' দেওয়া। খরচ বাঁচানোর জন্য এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য অনেক কারখানাই এ কাজ করে। উল্লেখ্য, তৈরি পোশাক কারখানাগুলো নিজস্ব ব্যবস্থায় উৎপাদন করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আর সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানা ইউরোপিয় ব্রান্ডের ক্রেতাদের সকল কমপ্লায়েন্স চাহিদা পূরণ করতে পারে না।

১১. এসএসসি নিরীক্ষককে তাদের প্রাপ্ত তথ্য গোপন করার জন্য ঘুষের প্রস্তাব দেওয়া। যখন এসএসসি নিরীক্ষক বেতন রেজিস্ট্রারে, অগ্নি নিরাপত্তার সনদ, দালান নির্মাণে অনুমোদন এবং কর্মীর বিমাতে কোনো প্রকার অমিল ও অসংলগ্নতা খুঁজে পায় তখন এ ধরনের ঘটনা ঘটে।

১২. বায়ারের পক্ষ থেকে ইচ্ছা মতো কার্যাদেশ বাতিল করা। বায়ার তার নিজ দেশের বাজারে পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়ার শঙ্কায় বা অনেক ক্ষেত্রে পণ্য স্টক লটে কিনে নেওয়ার অভিপ্রায়ে তার ইচ্ছা অনুযায়ী কার্যাদেশ বাতিল করে।

১৩. বায়ার কর্তৃক পরিদর্শন/ কমপ্লায়েন্স প্রতিবেদন পরিবর্তন করা। সাধারণত এ ঘটনা ঘটে যখন বায়ার পণ্য গ্রহণ করতে উৎসাহিত হয় না অথবা আগে থেকে অনুমান করে যে পণ্যটি স্থানীয় বাজারে তেমন বিক্রি হবে না। এ ধরনের পরিস্থিতিতে বায়ার তার নিরীক্ষক/ পরিদর্শন ফার্মের সাথে যোগাযোগ করে এবং তাদেকে প্রতিবেদনে তাদের পক্ষে যায় এমনভাবে পরিবর্তন করতে প্রভাবিত করে যাতে দেখানো হয় যে ঐ কারখানা সব শর্ত মেনে চলে না, যাতে কার্যাদেশ বাতিল করা বায়ারের জন্য সহজ হয়।

২.৩ সরবরাহ পর্যায়ে সংগঠিত দুর্নীতি

১৪. মানের ঘাটতি ও নিম্নমানের পণ্যের বিষয় এড়িয়ে যাওয়ার জন্য কারখানার পক্ষ থেকে মান-নিয়ন্ত্রককে ঘুষ দেওয়া। এ ধরনের ঘটনা পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে বা জোর করে উভয়ভাবেই ঘটে থাকে।

১৫. অনুমোদনের জন্য মান পরিদর্শকের নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দাবি। এ ধরনের ঘটনা ঘটে যখন কোনো স্থানীয় পরিদর্শন প্রতিবেদনে মান সম্পর্কিত কোনো ত্রুটি দেখায়, যদিও পণ্যটি কারখানায় উৎপাদনের পর প্রথম পরিদর্শনে মান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের পরিদর্শন কর্মকর্তা পণ্য পাশ করানোর জন্য নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দাবি করে।

১৬. বন্দর পরিদর্শনের সময় বায়ারের মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন। এ ধরনের অবস্থায় বায়ার সকল কার্যাদেশ বাতিল এবং সম্পূর্ণ চালান পুনরায় কারখানার গুদামে ফেরত পাঠনোর হুমকি দেয়। এ ক্ষেত্রে বায়ার মূলত পণ্যের ডিসকাউন্ট পাওয়ার উদ্দেশ্যে উৎপাদন ইউনিটকে ব্লাকমেইল করে।

৩ উপসংহার

গবেষণা হতে দেখা যায়, তৈরি পোশাক খাতের সাপ্লাই চেইনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কম-বেশি অনিয়ম সংগঠিত হওয়ার বিষয়টি নিয়মে পরিণত হয়েছে। এসব দুর্নীতি কখনো জোরপূর্বক আবার কখনো বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে সমঝোতামূলক। বায়ারদের পক্ষ থেকে কখনো কখনো কার্যাদেশ বাতিলের জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে দেখা যায়, যেমন বিভিন্ন চাহিদা পূরণে কারখানাকে বাধ্য করা, কমপ্লায়েন্স প্রতিবেদন পরিবর্তন, বা মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন। সর্বোপরি বায়ার ইচ্ছা মতো কার্যাদেশ বাতিল করে। অন্যদিকে শ্রম ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদেরকে ঘুষের বিনিময়ে নিয়ম ভঙ্গের বিষয়টি "এড়িয়ে যাওয়া" যায়; পণ্যের মান, পরিমাণ ও কমপ্লায়েন্স-এর ঘাটতি ঢাকার জন্য ঘুষ দেওয়া হয়। এখানে আরও উল্লেখ্য, ভিন্ন ভিন্ন অংশীজন - উৎপাদন ইউনিট/ কারখানা, বায়ার, তৃতীয় পক্ষ এবং অন্যান্যদের মাঝে দুর্নীতির চর্চা ব্যাপক হারে বিদ্যমান। এ খাতের সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কার্যকর কাঠামোর ঘাটতি রয়েছে।

৪ সুপারিশ

সাপ্লাই চেইনে বিদ্যমান দুর্নীতি হ্রাস করার জন্য দুইটি পর্যায়ে করণীয় রয়েছে - তাৎক্ষণিক করণীয় এবং কাঠামোগত সংস্কার।

৪.১ তাৎক্ষণিক করণীয়

তৈরি পোশাক কারখানা

- কারখানার মালিককে অবশ্যই যে কোনো ঘুষের চাহিদা প্রত্যাখান করতে হবে এবং সকল নিয়ম ও শর্ত পরিষ্কারভাবে নির্দেশিত চুক্তিপত্রে প্রদর্শন করতে হবে।
- বায়ার জড়িত নেই এমন অনিয়মের ক্ষেত্রে অবশ্যই বায়ারকে দ্রুত অবগত করতে হবে।
- দুর্নীতির বিষয়টি বিজিএমইএ'কে অবগত করতে হবে এবং 'সালিশ সেল' কর্তৃক বিষয়টি সুরাহা করতে হবে।
- তদারকি ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষকে (যেমন বিজিএমইএ) মার্চেন্ডাইজার বা নিরীক্ষক বা নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্তির জন্য জানাতে হবে।

বায়ার

- সরবরাহকারী কারখানার পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত যে কোনো ঘুষের প্রস্তাব প্রত্যাখান করতে হবে।
- সরবরাহকারী কারখানাকে বায়ারের সাথে সম্পন্ন দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে উল্লিখিত 'আচরণ বিধি' সম্পর্কে মনে করিয়ে দিতে হবে।
- চুক্তি-বহির্ভূত যে কোনো অভিযোগ/ বিবাদ বিজিএমইএ'র সালিশী সেল/ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে উত্থাপন করতে হবে।

- পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই আকস্মিক কারখানা নিরীক্ষণ/ পরিদর্শন করতে হবে।
- প্রয়োজনে বায়ার কার্যাদেশ বাতিল এবং কারখানার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কারখানাকে ভবিষ্যতের জন্য কালো তালিকাভুক্ত করবে এবং বিষয়টি বিজিএমইএ'কে জানাবে।

মার্চেন্ডাইজার/ তৃতীয় পক্ষের নিরীক্ষক/ পরিদর্শক

- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরবরাহকারী কারখানাকে সাবধান করতে হবে যে কোনো ধরনের অনিয়ম বা দুর্নীতির প্রস্তাব প্রত্যাহার না করলে বিজিএমইএ/ সংশ্লিষ্ট বায়ার/ অন্য কোনো সংগঠন কর্তৃক কালো তালিকাভুক্ত করা হবে।
- সংশ্লিষ্ট (সরকারি/ বেসরকারি) নিরীক্ষক নথিপত্রে কোনো অসংলগ্নতা (যেমন অনুরূপ বা নকল নথিপত্র) খুঁজে পেলে বিষয়টি তার তত্ত্বাবধায়ককে দ্রুত জানাতে হবে; প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনিয়মের প্রস্তাবের বিষয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও বায়ারকে জানাতে হবে।

৪.২ কাঠামোগত সুপারিশ

বায়ার

১. বায়ারের অবশ্যই নৈতিকতা, সততা ও সুষ্ঠু ব্যবসায়িক আচরণ-সংবলিত নিজস্ব 'নৈতিক আচরণ বিধি' থাকতে হবে যা বায়ার ও কারখানা উভয় পক্ষের সম্মতিতে গৃহীত হবে।
২. তৈরি পোশাক খাতের সাপ্লাই চেইনের জন্য ত্রুটিমুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য নিরীক্ষা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
৩. প্রতিটি নিরীক্ষার ওপর কারখানা থেকে কার্যকর মতামত সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে। সরবরাহকারী কারখানার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।
৪. যেসব বাংলাদেশি কারখানার সাথে ব্যবসা করছে তাদের তথ্য বায়ারদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

সরকার

৫. প্রত্যেক কারখানার জন্য আলাদা শনাক্তকারী নম্বরের ব্যবস্থা করতে হবে যেন তথ্যের কোনো ধরনের কারসাজি, নকল করা অথবা সংশোধন করা না যায়।
৬. সকল প্রকার জালিয়াতি ও নকল কাগজপত্র তৈরি এবং অসংগতি প্রতিরোধে সরকার ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানকে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন নিয়ম-নীতি, কর্মপদ্ধতি ও সক্ষমতার প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োগ তদারকি করতে হবে।
৭. শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি সময়মতো পরিশোধ নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে একটি তদারকি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ ও শ্রম মন্ত্রণালয়কে নিয়ম-নীতি প্রয়োগে কঠোর হতে হবে।
৮. শ্রম অধিকার ও ব্যবসায়িক সততা নিশ্চিত করার জন্য একটি অভিযোগ কেন্দ্র/ কর্তৃপক্ষ স্থাপন করতে হবে, যা নাগরিক সমাজের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হটলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগেরও নিষ্পত্তি করবে।

বিজিএমইএ

৯. সংশোধিত শ্রম আইন ও এর প্রয়োগ সম্পর্কে সদস্যদের তথ্য ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
১০. সনদপ্রাপ্ত তৃতীয় পক্ষ নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি ও প্রকাশ করতে হবে।
১১. বায়ারদের সাথে সমন্বিতভাবে একটি অনুসরণযোগ্য 'মডেল চুক্তিপত্র' তৈরি করতে হবে যেখানে পুরো প্রক্রিয়া দেওয়া থাকবে।
১২. বিজিএমই ও বায়ার-এর যৌথ উদ্যোগে বায়ারদের কমপ্লায়েন্স চাহিদা মেনে চলে এমন কারখানার একটি সমন্বিত তালিকা তৈরি করতে হবে ও তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

নাগরিক সমাজ

১৩. যেকোনো অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষেত্রে সহজে ও বিনামূল্যে অভিযোগ দাখিলের জন্য হটলাইন স্থাপন করতে হবে।
১৪. উপরিউক্ত সুপারিশগুলোর বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করার ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন ও অ্যাডভোকেসি করার জন্য নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমকে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে।